সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০৩
WEEKLY BOOKLET:303

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব "নেকীর দাওয়াত" এর একটি পর্ব

ফজরের নামাযের ফযীলত

- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলতের ধারাবাহিকতা
- নিয়মিত ফজরের নামায কে আদায় করতে পারে?
- ঘুমের পরিমাণ কমানোর পদ্ধতি
- জুমার ফজরের জামাআতের বিশেষ ফযীলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফজরের নামাযের ফযীলত

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "ফজর নামাযের ফযীলত" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায় করার তাওফিক দান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। আমিন

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি গতরাতে আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি, আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম: সে পুলসিরাতের উপর কখনো হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে আর কখনো হাটুর উপর ভর করে চলছিলো, ইতঃমধ্যে ঐ দরূদ এলো, যা সে আমাকে প্রেরণ করেছিলো, তা তাকে পুলসিরাতে দাঁড় করিয়ে দিলো, এক পর্যায়ে সে পুলসিরাত অতিক্রম করে নিলো। **(মু'জামুল কবীর, ২৫/২৮২, হাদীস: ৩৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলতের ধারাবাহিকতা

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আসরের নামায, অতঃপর ফজরের নামায অতঃপর ইশা অতঃপর মাগরিব এরপর যোহর। আর পাচঁ ওয়াক্ত

www.dawateislami.net

নামাযের জামাআতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমার নামাযের জামাআত, অতঃপর ফজরের এরপর ইশার জামাআত। জুমার জামাআত এজন্যই উত্তম যে, এতে এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, যা সেটাকে অন্যান্য নামায থেকে শ্রেষ্ঠ করে থাকে আর ফজর ও ইশার জামাআত এজন্যই ফযীলতপূর্ণ, কেননা এতে পরিশ্রম বেশি। **(ফয়যুল ক্বদীর, ২/৫৩)**

নামাযের নিয়মানুবর্তীতা জান্নাতে নিয়ে যাবে

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি আপনার উম্মতের প্রতি দিন-রাতে পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি এই ওয়াদা করেছি, যে ব্যক্তি এই নামায সমূহ সময়মত নিয়মিত আদায় করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো এবং যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করবে না, তবে তার জন্য আমার নিকট কোন ওয়াদা নেই। **(আবু দাউদ, ১/১৮৮, হাদীস ৪৩০)**

ফজরের নামাযের ফযীলত

ইমাম ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (তাবেয়ী বুর্যুগ) হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে উদ্ধৃত করেন: তিনি বলেন: আমি **"তাওরাতে"** কোন এক জায়গায় পড়েছি (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন): হে মূসা! ফজরের দুই রাকাত **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মত আদায় করবে, যারা এটা পড়বে ঐ দিন রাতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবো এবং সে আমার দায়িত্বে হবে। হে মূসা! যোহরের চার রাকাত **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা পড়বে, তাদেরকে প্রথম রাকাতের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিবো এবং দ্বিতীয় রাকাতের বিনিময়ে তাদের (নেকীর পাল্লা) ভারি করে দিবো

www.dawateislami.net

আর তৃতীয় রাকাতের জন্য ফিরিশতা নিযুক্ত করবো, যারা তাসবীহ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** পবিত্রতা বর্ণনা) বর্ণনা করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আর চতুর্থ রাকাতের বিনিময়ে তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দিবো, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা তাদের প্রতি আগ্রহ সহকার তাকাবে।। হে মূসা! আসরের চার রাকাত **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা আদায় করবে, তবে সাত আসমান ও জমিনের কোন ফিরিশতা অবশিষ্ট থাকবেনা, সবাই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ফিরিশতারা যাদের জন্য ক্ষমা চাইবে, তাদেরকে কখনোই আযাব দিবো না। হে মূসা! মাগরিবের তিন রাকাত, তা **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা পড়বে, তবে আসমানের সকল দরজা খুলে দিবো, যে প্রয়োজনেই প্রার্থনা করবে পূরণ করেই দিবো।

হে মূসা! সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়[১] অর্থাৎ ইশারের চার রাকাত, **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা পড়বে, তা তাদের জন্য দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে সকল কিছুর চেয়ে উত্তম। তা তাদেরকে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের করে দিবে, যেমনটি মায়ের পেট থেকে জন্ম হয়েছিলো। হে মূসা! **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা অযু করবে, যেমনটি আমি হুকুম দিয়েছি। আমি প্রতিটি পানির ফোঁটার বিনিময়ে তাদেরকে এমন একটি জান্নাত দান করবো, যার প্রশস্থতা আসমান এবং জমিনের প্রশস্থতার সমান হবে। হে মূসা! **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতের প্রতি বছর এক মাস রোযা রাখবে এবং তা হলো রমযান মাস। আমি তার প্রতিটি দিনের

১. ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মতে, "শফক" হলো ঐ সাদা অংশের নাম, যা মাগরীবের লালচে বর্ণ অস্ত যাওয়ার পর সুবহে সাদিকের ন্যায় প্রসারিত থাকে।

www.dawateislami.net

রোযার বিনিময়ে জান্নাতে একটি শহর দান করবো এবং এতে নফলের বিনিময়ে ফরযের সাওয়াব দান করবো আর এতে লাইলাতুল ক্বদর দান করবো, যে ব্যক্তি এই মাসে লজ্জিত হয়ে এবং সত্যমনে একবার ইস্তিগফার করবে, যদি সেই রাতে বা সেই মাসে মৃত্যুবরণ করে, তাকে **ত্রিশজন শহীদের** সাওয়াব দান করবো। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার পাদটিকা, ৫/৫২-৫৪)**

পড়তে রহো নামায কেহ জান্নাত মে জা'ওগে,
হোগা ওহ তুম পে ফযল কেহ দেখে হি জা'ওগে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফজরের নামাযের ফযীলত

ফজরের নামায আদায়কারী আল্লাহ পাকের হেফাযতে

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত; **রাসুলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তায় থাকে।" **(মু'জামুল কবির, ১২/২৪০, হাদীস ১৩২১০)** অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "তোমরা **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তা ভঙ্গ করোনা, যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে **আল্লাহ পাক** তাকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৪৫, হাদীস ৫৯০৫)**

নিয়মিত ফজরের নামায কে আদায় করতে পারে?

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "যে ব্যক্তি ফজরের নামায একগ্রচিত্তে পড়ে, সে **আল্লাহ পাকের** হেফাযতে থাকে এবং

www.dawateislami.net

বিশেষকরে ফজরের নামাযের বিষয়টি উল্লেখ করার হিকমত হলো, এই নামাযে পরিশ্রম বেশি এবং এই নামায নিয়মিত আদায় শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যার ঈমান খাঁটি, এজন্যই সে নিরাপত্তার অধিকারী হয়ে থাকে।" অপর জায়গায় লিখেন: **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তা ভঙ্গের কঠিন শাস্তির হুমকি এবং ফজরের নামায আদায়কারীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে ভয় করার বর্ণনা রয়েছে। **(ফয়যুল কদীর, ৬/২৩১-২১৪)**

শয়তানের পতাকা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে গেলো, ঈমানি পতাকা সহকারে গেলো আর যে ব্যক্তি সকালে বাজারে গেলো, সে ইবলিশের (শয়তানের) পতাকার সহকারে গেলো।

(ইবনে মাজাহ, ৩/৫৩, হাদীস ২২৩৪)

অনুগ্রহশীল ও শয়তানি দল

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিপিবদ্ধ করেন: অর্থাৎ মানুষের দুইটি দলই রয়েছে: (১) حِزۡبُ اللّٰہ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দল) এবং (২) حِزۡبُ الشَّیۡطٰن (অর্থাৎ শয়তানের দল)। তাদের চেনার উপায় হলো, অনুগ্রহশীল দলের দিন শুরু হয় নামায এবং **আল্লাহ পাকের** যিকিরের মাধ্যমে আর শয়তানি দলের দিন শুরু হয় বাজার এবং দুনিয়াবী কাজের মাধ্যমে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষেধ নয় কিন্তু সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই না **আল্লাহ**র নাম, না **তাঁর** ইবাদত বরং তাতে (দুনিয়াবী কাজে) লেগে যাওয়া হলো শয়তানি কার্যকলাপ।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৯)

শয়তানের তিনটি গিট লাগানো

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ**র **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ঘুমায়, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পিছনের অংশে তিনটি গিট লাগিয়ে দেয়, প্রতিটা গিটে এই বিষয়টি অন্তরে গেঁথে দেয় যে, এখনো রাত অনেক বাকী আছে ঘুমিয়ে থাকো। অতএব যদি সে জাগ্রত হয়ে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করে তবে একটি গিট খুলে যায়। যদি অযু করে তবে দ্বিতীয় গিট খুলে যায় আর যদি নামায পড়ে তবে তৃতীয় গিটটিও খুলে যায়। অতঃপর সে খুশি ও উৎফুল্ল মনে সকাল শুরু করে, অন্যথায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবং অলসতা সহকারে সকাল করে। **(বুখারী, ১/৩৮৭, হাদীস ১১৪২)**

সকালে মজার ঘুম আসার কারণ

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: শয়তান মানুষের চুলে বা সুতায় সকাল বেলা অলসতার তিনটি গিট লাগিয়ে দেয়, তাই সকাল বেলা খুবই মজার ঘুম আসে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই তিনটি গিট খোলার জন্য তিনটি আমল শিখিয়ে দিয়েছেন। (যা বর্ণনাকৃত হাদীস পাকে রয়েছে)।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৫৩)

www.dawateislami.net

ওয়াক্ত শুরু হতেই ফজরের সুন্নাত পড়ে নেওয়া উত্তম

"মলফুযাতে আলা হযরত" এর ৩৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: (ফজরের) প্রথম ওয়াক্তে সুন্নাত পড়া উত্তম।

কে চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় সকাল করে?

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের অংশ (অতঃপর সে খুশি ও উৎফুল্ল মনে সকাল শুরু করে) এর আলোকে বলেন: কেননা সে শয়তানের বন্দীদশা ও অলসতার চাদর থেকে মুক্তি পেয়ে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভে সফল হয়েছে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি রাতে উঠে **আল্লাহ পাকের** যিকির করে না, অযু করে নামায পড়ে না, বরং শয়তানের আনুগত্য করে ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি ফজরের ওয়াক্ত চলে যায়, তখন সে চিন্তিত মন ও অনেক ধরনের দূশ্চিন্তা সহকারে এবং নিজের কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় অস্থির ও চিন্তিত হয়ে সকাল করে আর যে কাজই করার ইচ্ছা পোষণ করে তাতে বিফল হয়, কেননা সে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য থেকে দূরে সরে গিয়ে শয়তানের ধোঁকার ফাঁদে ফেঁসে গেছে। **(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/২৯৬-২৯৫)**

ইয়া ইলাহি! ফজর মে উঠনে কা হামকো শওক দেয়,
সব নামাযে হাম জামাআত সে পড়ে ওহ যওক দেয়।

শয়তান কানে প্রস্রাব করে দিলো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো

www.dawateislami.net

যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছে এবং নামাযের জন্য উঠেনি। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সেই ব্যক্তির কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।" **(বুখারী, ১/৩৮৮, হাদীস ১১৪৪)**

ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত না হওয়া খুবই অমঙ্গলজনক বিষয়

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের এই অংশ (নামাযের জন্য উঠেনি) সম্পর্কে বলেন: (অর্থাৎ) তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য বা ফজরের নামাযের জন্য (উঠেনি), প্রথমটি (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য না উঠা) বেশি প্রাধান্যযোগ্য, কেননা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ফজরের নামায কখনো কাযা করতেন না এবং সম্ভবত এটা কোন মুনাফিকের ঘটনা, যে ফজরের নামাযের জন্য আসতো না। বুঝা গেল, ফজরের নামযের জন্য জাগ্রত না হওয়া অনেক বড় অমঙ্গলজনক বিষয়, তাছাড়া অলসতাকারীর প্রতি অভিযোগ সংশোধনের উদ্দেশ্যে করা জায়িয, গীবত নয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৫৪)**

শয়তান নিশ্চয় প্রস্রাব করে

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, শয়তান আহার করে, পান করে এবং বিয়ে করে, তবে যদি প্রস্রাবও করে, এতে বিপত্তি কিসের!

(ওমদাতুল ক্বারী, ৫/৪৮৩)

শয়তান কো ভাগায়েগি এ্যয় ভাইয়ু! নামায,
ফেরদাউস মে বাসায়েগি এ্যয় ভাইয়ু! নামায।

www.dawateislami.net

শয়তানের সুরমা ও প্রভৃতি

"কু'তুল কুলুব" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: শয়তানের নিকট **সাউত** (নাকে দেয়ার কোন জিনিস), **লাউক** (লেহন করার কোন জিনিস) এবং **যারুর** (চোখে দেয়ার কোন জিনিস) রয়েছে। যখন সে বান্দার নাকে (**সাউত**) ঢেলে দেয়, তখন তার স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, যখন (**লাউক**) লেহন করিয়ে দেয় তখন তার যবান (মুখ) মন্দ বলতে থাকে এবং যখন বান্দার চোখে (**যারুর**) ঢেলে দেয়, তখন সে সারারাত ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি সকাল হয়ে যায়। (কু'তুল কুলুব, ১/৭৬)

ফজর কা ওয়াক্ত হো গেয়া উঠো
এ্যয় গোলামানে মুস্তফা উঠো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য উঠার মাদানী ওযীফা

তাহাজ্জুদ ও ফজরে উঠার জন্য ঘুমানোর সময় ১৬তম পারার সূরা কাহাফের শেষের চার আয়াত পড়ে নিন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ
اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ

www.dawateislami.net

رَبِّهٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾ (১)

আর নিয়্যত করে নিন, "আমাকে এতটায় উঠতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله আয়াতে মুবারাকা পাঠ করার বরকতে চোখ খুলে যাবে। যদি প্রথমদিকে চোখ নাও খুলে তবুও নিরাশ হবেন না, ওযীফা পাঠ অব্যাহত রাখুন। اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে কাজ হয়ে যাবে।

জাগ্রত হওয়ার জন্য এলার্ম (Alarm) দিয়ে রাখুন

নির্দিষ্ট সময়ে জাগ্রত হওয়ার একটি মাধ্যম হলো, একটি নয় বরং তিনটি ঘড়িতে এলার্ম (**Alarm**) দিয়ে ঘুমানো, যাতে কোন কারণে একটি বন্ধ হয়ে যায় তবে আর দু'টি জাগানোর জন্য থাকবে। মোবাইল ফোনেও এলার্ম (**Alarm**) দেয়ার সুবিধে থাকে। যদি রাতে দেরিতে ঘুমানোর কারণে ফজরের নামাযের জন্য চোখ না খুলে এবং জাগিয়ে দেয়ার মতো কেউ না থাকে, তবে অবশ্যই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন। ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "যখন এই সম্ভাবনা থাকে যে, ফজরের ওয়াক্ত চলে

---

১. **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, ফিরদাউসের বাগানই তাদের আতিথেয়তা। তারা সর্বদা তাতে থাকবে, তা থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না। আপনি বলে দিন, 'যদি সমুদ্র আমার **প্রতিপালকের** বাণীসমূহ লেখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার **প্রতিপালকের** বাণীসমূহ শেষ হবে না, যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি। আপনি বলুন, 'প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মতো, আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ। সুতরাং যার আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে তার উচিত যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন আপন **প্রতিপালকের** ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীক না করে।

www.dawateislami.net

যাবে, তবে শরীয়াতের বিনা প্রয়োজনে তার গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা নিষেধ। (রুদ্দুল মুহতার, ২/৩৩)

ঘুমের পরিমাণ কমানোর পদ্ধতি

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যোহরের জামাআতের পূর্বে ঘুমানোর অভ্যস্ত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: "আচ্ছা ঠিক দুপুরে ঘুমাও, কিন্তু এতক্ষণ নয় যে জামাআতের সময় চলে আসে। কিছুক্ষণ সময় কায়লূলা অর্থাৎ দুপুরে সামান্য আরাম করাই যথেষ্ট। যদি দীর্ঘক্ষণ ঘুম হওয়ার ভয় হয় তবে বালিশ রেখো না, বিছানাও বিছিওনা, কেননা বালিশ ও বিছানা ছাড়া ঘুমানোও সুন্নাত। ঘুমানোর সময় অন্তরে জামাআতের ভাবনায় ভীত রাখবে, কেননা চিন্তার (**Tention**) ঘুম উদাসীনতা হতে দেয়না। রাতের খাবার যথাসম্ভব দ্রুত খেয়ে নিবে, যাতে ঘুমানোর সময় খাদ্যের কারণে সৃষ্ট উষ্ণতা দূর হয়ে যায় এবং দীর্ঘ ঘুমের কারণ না হয়। সবচেয়ে উত্তম প্রতিকার হলো কম খাওয়া। ঘুমানোর সময় জামাআতের জন্য **আল্লাহ পাকের** তৌফিকের দোয়া ও **তাঁর** উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা। **আল্লাহ পাক** যখন আপনার ভাল নিয়্যত ও অকনিষ্ট আগ্রহ দেখবেন তখন অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।" এক জায়গায় বলা হয়েছে: পেটভরে খেয়ে রাতে ইবাদতের আশা করা, বন্ধ্যা মহিলা (যে মহিলা সন্তান জন্ম দিতে পারে না) থেকে সন্তান চাওয়ার মতোই। যে বেশি আহার করবে, (সে) বেশি পান করবে আর যে বেশি পান করবে, (সে) বেশি ঘুমাবে আর যে বেশি ঘুমাবে, (সে) নিজেই এই বরকত ও কল্যাণ হারাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৯০-৮৮)

www.dawateislami.net

আল্লাহ, আল্লাহ কে নবী সে ফরিয়াদ হে নফস কি বদী সে,
শব ভর সু'নে হি সে গরয থি তাঁরো নে হাজার দানত পাসয়িয়ে ।

(হাদায়িখে বখশীশ, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যেনো সারারাত ইবাদত করলো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়লো যেনো সে অর্ধরাত ইবাদত করলো আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়লো, যেনো সে সারারাত ইবাদত করলো।" (মুসলিম, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৯১)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এর দু'টি অর্থ হতে পারে: **একটি** হলো, ইশার জামাআত সহকারে নামাযের সাওয়াব অর্ধরাতের ইবাদতের সমান এবং ফজরের জামাআত সহকারে নামাযের সাওয়াব অবশিষ্ট অর্ধরাতের ইবাদত করার সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দু'টি নামায জামাআত সহকারে পড়ে নিবে, তার জন্য সারারাত ইবাদতের সাওয়াব রয়েছে। **দ্বিতীয়টি** হলো, ইশার জামাআতের সাওয়াব অর্ধরাতের সমান এবং ফজরের জামাআতের সাওয়াব সম্পূর্ণ রাতের সমান, কেননা এই (ফজরের) জামাআত ইশার জামাআত থেকে অধিক কষ্টকর (অর্থাৎ নফসের জন্য বোঝা স্বরূপ), প্রথম অর্থটি অধিক শক্তিশালী। জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাকবীরে উলা

www.dawateislami.net

পাওয়া, যেমনটি কিছু কিছু ওলামায়ে কিরামগণ বলেছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৬) **বাহারে শরীয়াত ১ম** খন্ডের ৫০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রথম রাকাতের রুকু পেয়ে গেলো, তবে তাকবীরে উলার ফযীলত পেয়ে গেলো।

(আলমগিরী, ১/৬৯)

সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শ্রবণ করেছেন, তার বর্ণনাকারী হলেন, জামেউল কোরআন, তৃতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কেমনই শান! তাঁর একটি উপাধি হলো **"যুন নুরাইন"** (দুই নূরের অধিকারী), কেননা **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের দুইজন শাহজাদীকে একের পর এক হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং ইরশাদ করেন: যদি আমার দশজন কন্যাও থাকতো, তবে আমি একের পর এককে তোমার সাথে বিবাহ দিতাম, কেননা আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট।

(মু'জামু কাবির,২২/৪৩৬, হাদীস ১০৬১)

নুর কি ছরকার সে পায়া দু শালা নুর কা,
হো মুবারক তুম কো যুন-নুরাইন জোড়া নুর কা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর উপনাম "আবু আমর" এবং তার উপাধি "জামেউল কোরআন", তাকে "সাহেবুল হিজরতাইন" (অর্থাৎ দু'বার

www.dawateislami.net

হিজরতকারী)ও বলা হয়, কেননা তিনি প্রথমে হাবশা এবং পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করেন। (কারামতে ওসমান গণী, ৩-৪ পৃষ্ঠা)

ওসমানে গণীর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুস্মরণ

আমিরুল মু'মিনিন, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একনিষ্ঠ আশিকে রাসুল বরং ইশ্‌কে মুস্তফার বাস্তব নমুনা ছিলেন। তিনি নিজের কথাবার্তা এবং চাল-চলনে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং কার্যাবলী অনুসরনে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। যেমনিভাবে একদিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মসজিদের দরজায় বসে ছাগলের বাহুর মাংস আনালেন এবং খেলেন অতঃপর নতুনভাবে অযু না করেই নামায আদায় করলেন এরপর বললেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গায় বসে এটাই খেয়েছিলেন এবং এইভাবেই করেছিলেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/১৩৭, হাদীস ৪৪১)

দুইবার জান্নাত ক্রয় করেন

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান খুবই সমুন্নত, তিনি তাঁর মুবারক জীবনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে দুইবার জান্নাত ক্রয় করেন। একবার **"বীরে রুমা"** কূপ ইহুদির কাছ থেকে ক্রয় করে মুসলমানদের পানি পান করার জন্য দান করেন এবং দ্বিতীয়বার **"জায়শে ওসরাত** (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধ)" এর সময়। তিনি তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে সাজ-সরঞ্জাম বিহীন দেখে প্রথমবার ১০০ টি উট, দ্বিতীয়বার ২০০ টি উট এবং তৃতীয়বার ৩০০ টি উট দেয়ার ওয়াদা করেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখেছি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা

www.dawateislami.net

শুনে নূরানী মিম্বর থেকে নিচে তাশরীফ নিয়ে এসে দুইবার ইরশাদ করলেন: "আজ থেকে ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) যা কিছু করবে তার ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ নাই।" (তিরমিযী, ৫/৩৯১, হাদীস ৩৭২০)

লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, সুন্নাতের অনুসরণ, আল্লাহভীতি এবং পরকালের চিন্তা তাঁর মুবারক জীবনের আলোকিত দিক। আল্লাহভীতির অবস্থা এমন ছিলো যে, নিশ্চিত জান্নাতি হওয়ার পরও যখনই কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এমন ভাবে কান্না করতেন যে, অশ্রুতে তাঁর দাঁড়ি মুবারক ভিজে যেতো। (তিরমিযী, ৪/১৩৮, হাদীস ২৩১৫)

ওফাত শরীফ: হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১২ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে ১৮ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী সনে জুমার দিন রোযা অবস্থায় প্রায় ৮২ বছর বয়সে খুবই নির্মমভাবে শাহাদতের সুধা পান করেন। শাহাদতের পর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে ইরশাদ করতে শুনেন: নিশ্চয় ওসমানকে জান্নাতে সর্বোচ্ছভাবে(বর) বানানো হয়েছে। (রিয়াযুন নাযারা, ২/৭২) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মিলি তাকদীর সে মুঝ কো সাহাবা কি ছানাখানি,
মিলা হে ফয়যে ওসমানি মিলা হে ফয়যে ওসমানি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জুমার দিনের ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার বিশেষ ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবাইদা বিন জার্‌রাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, **রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিনে আদায়কৃত জামাআত সহকারে ফজরের নামাযের চেয়ে উত্তম আর কোন নামায নেই, আমার মনে হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যে এতে অংশগ্রহণ করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (মু'জামুল কবির ১/১৫৬, হাদীস ৩৬৬)

নবীদের ধারনা নিশ্চিতের মতোই হয়ে থাকে

হে আশিকানে রাসূল! এই হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: "আমার মনে হয়।" এটার ব্যাখ্যা হলো: নবীদের ধারনা নিশ্চিতের মতোই হয়ে থাকে।[১] সুতরাং এই অর্থ দাঁড়ালো যে, জুমার দিন ফজরের নামাযের জামাআত আদায়কারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। হাদীসে মুবারাকায় যেখানেই গুনাহ ক্ষমার কথা বলা হয়েছে সেখানেই ছগীরা অর্থাৎ ছোট গুনাহের ক্ষমা হওয়াই উদ্দেশ্য, কেননা কবীরা গুনাহ অর্থাৎ বড় গুনাহ তাওবা দ্বারাই ক্ষমা হয়।

ফজর ও ইশার নামায চল্লিশ দিন জামাআত সহকারে আদায় করার মহান ফযীলত

যেই সৌভাগ্যবান নিয়মিত চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজর এবং ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে, তাকে জাহান্নাম এবং মুনাফেকী

১. দেখুন: নুযহাতুল কারী, ১/৬৭৫।

www.dawateislami.net

থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়, যেমনটি খাদিমে নবী, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ফজর ও ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়লো, **আল্লাহ পাক** তাকে দু'টি মুক্তি দান করবেন। **এক** আগুন থেকে, **দুই** নিফাক (অর্থাৎ মুনাফেকী) থেকে।" **(ইবনে আসাকির, ৫২/৩৩৮)**

জাহান্নাম থেকে মুক্তি

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত মসজিদে জামাআত সহকারে ইশার নামায এমনভাবে পড়ে যে, প্রথম রাকাত ছুটেনি, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেন।"

(ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৭, হাদীস ৭৯৮)

পুস্তিকা বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিয়মিত জামাআত সহকারে নামায আদায়ের মানসিকতা বানাতে, নামাযের জন্য আরামের ঘুমের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার এবং সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার প্রেরণা সৃষ্টি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে থাকা অধিক উপকারী। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** একটি "মাদানী বাহার" শুনি: ফয়সালাবাদের এক যুবক ইসলামী ভাই ফ্যাশন খুবই পছন্দ করতো, যখনি মার্কেটে নতুন ফ্যাশনের প্যান্ট-শার্ট আসতো কিনে নিতো। দুনিয়ার রং তামাশায় এতই মগ্ন ছিলো যে, তার নামায পড়ার ইচ্ছা করতো না। তার আম্মা ফজরের জন্য জাগালে "কাল থেকে পড়বো, এই জুমা থেকে

www.dawateislami.net

নামায পড়া শুরু করবো” ইত্যাদি বলে ফাঁকি দিতো। তার বড় ভাই যে কলেজে পড়তো, সে সৌভাগ্যক্রমে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, যার প্রভাব ঘরেও পৌঁছলো। বড় ভাই একদিন সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে ফিরে আসার সময় মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিছু রিসালা (পুস্তিকা) নিয়ে আসে, যখন ছোট ভাই এই পুস্তিকাগুলো পড়লো তখন তার মন চমকে উঠলো যে, এখন আমাকেও **দা’ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা হতে হবে। সুতরাং সেও **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হলো যেখানে সে **“কালো বিচ্ছু”** নামক বয়ান শুনলো। সে কাঁদতে কাঁদতে তাওবা করলো এবং চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজানো শুরু করে দিলো। সে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদও হলো এবং **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে করতে দরসে নিযামীতে ভর্তিও হলো এবং “উকিল ও জজ মজলিশ” এর বিভাগীয় যিম্মাদারও হলো।

এয় বিমারে ইসয়াঁ তু আ’জা ইহাঁ পর,
গুনাহো কি দেগা দাওয়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফজর ও আসরের ফযীলত

ফিরিশতা পরিবর্তনের সময়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মাঝে রাত ও দিনের

www.dawateislami.net

ফিরিশতারা পালাক্রমে আসে এবং তারা ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হয়। অতঃপর সেই ফিরিশতারা যারা তোমাদের সাথে রাত অতিবাহিত করেছে তারা উপরের দিকে চলে যায়, **আল্লাহ পাক** জানা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এসেছো? তখন তারা আরয করে: আমরা তাদেরকে নামায পড়া অবস্থায় রেখে এসেছি এবং যখন আমরা তাদের নিকট যাই তখনও তারা নামায পড়ছিলো। (বুখারী, ১/২০৩, হাদীস ৫৫৫)

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথে ৬২ জন করে ফিরিশতা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের অংশ (ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হয়ে যায়) এই প্রসঙ্গে বলেন: এখানে ফিরিশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো আমল লিপিবদ্ধকারী দুই ফিরিশতা অথবা মানুষের নিরাপত্তা প্রদানকারী ষাটজন ফিরিশতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যেকের সাথে ৬০ জন ফিরিশতা থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যেকের সাথে ৬২ জন। এই জন্যই নামাযের সালাম এবং অন্যান্য সালামে তাদের নিয়্যত করা হয়। ঐ ফিরিশতাদের ডিউটি পরিবর্তন হতে থাকে, দিনে ও রাতে কিন্তু ফজর ও আসরে পূর্বের ফিরিশতারা যেতে পারে না, যতক্ষণ পরবর্তী ডিউটির ফিরিশতারা আগমন করে না, যাতে আমাদের শুরু এবং শেষের অবস্থার সাক্ষী বেশি হয়। এই অংশ (উপরের দিকে চলে যায়) প্রসঙ্গে লিখেন: নিজেদের "হেট কোয়াটার" এর দিকে চলে যায় যেখানে তাদের স্থান। মুফতী সাহেব হাদীসে পাকের এই অংশ (আমরা তাদের নামায পড়া অবস্থায় রেখে এসেছি এবং আমরা যখন তাদের নিকট যাই তখনও তাদেরকে নামায পড়তে দেখি) এর ব্যাখ্যায়

www.dawateislami.net

লিখেন: এর অর্থ হয়তো এটাই, ফিরিশতারা নামাযীদের গোপনীয়তা রক্ষা করছে যে, আশপাশের নেকির আলোচনা এবং মধ্যবর্তী গুনাহের ব্যাপারে চুপ রয়েছে অথবা এই অর্থ হতে পারে, হে **মওলা**! যে বান্দার শুরু ও সমাপ্তি এরূপ হয়, এতে সর্বদা বরতকই থাকে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৫-৩৯৪)**

ফিরিশতা সম্বলিত হাদীসের অনন্য মাদানী ফুল

✲ নামায একটি সর্বোত্তম ইবাদত, এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ✲ ফজর ও আসর অন্যান্য নামাযের তুলনায় অধিক ফযীলত মন্ডিত। ✲ এই হাদীসে পাকে ঐ দুই সময়ের গুরুত্ব ও মহত্বের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, কেননা ফজরের নামাযের পর রিযিক বন্টন হয় আর যখন দিনের শেষাংশে (অর্থাৎ আসরের সময়) আমলসমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়, সুতরাং যেই ব্যক্তি এই দুই ওয়াক্তে ইবাদতে লিপ্ত থাকে তার "রিযিক ও আমলে" বরকত দেয়া হয়। ✲ এই উম্মত সমস্ত উম্মত থেকে উত্তম এবং উম্মতের উত্তম হওয়া দ্বারা **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়াটা আবশ্যই প্রতীয়মান হয়। **(ওমদাতুল ক্বারী, ৪/৬৫)**

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

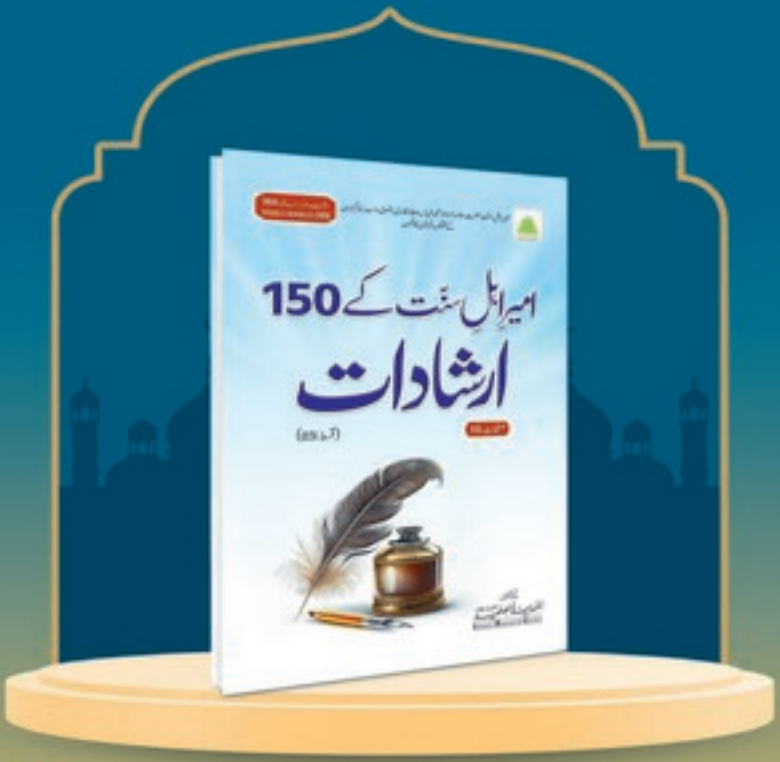

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জলপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহু শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,
Web: www.dawateislami.net